Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

'Meghnadabadh Kavya' in the light of Feminist thought

Biswanath Kuiry
Lecturer
Department of Bengali
Nistarini Women's College, Purulia, West Bengal, India
Mail Id: biswanath8145@gmail.com

Abstract

Institutionally, Feminism dates back to the 1960s. Feminism or anthropology, first in the United States, then in various countries in Asia, including Europe and India, gradually went beyond the realm of practice and formed institutional circles. But the woman has been holding the rope of the society forever since that time by making her own identity secondary! The question is where is the relevance of Meghnadabadhakavya, written almost a century ago? In fact, feminism is a structure whose theoretical expression came in the 1980s. But in the addition of salt and oil to the to one's own labour before the evening lamp is lit, it is relevant in the millennial brick addition phase of the theory building called feminism. The given narrative takes an insightful journey into the realms of a Feminist reading of Meghnadabadhakavya by interpreting relevant social documents and literary changes that accompanied the writing of the text.

Keywords: Meghnadabadhakavya, Feminism, Feminist Literature, Mythology, Folktales

নারীবাদী ভাবনার আলোকে 'মেঘনাদবধ কাব্য'

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নারীবাদ এর সূচনা মূলত ১৯৬০ এর দশক থেকে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , তারপর ক্রমশ ইউরোপ ও ভারতবর্ষসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নারীবাদ বা মানবীবিদ্যা শুধুমাত্র চর্চার পরিসর থেকে বেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্ত তৈরী করে। অথচ নারী তার নিজের পরিচয় গৌণ করে চিরকাল সমাজের রশি ধরে ছিল সেই কবে থেকেই!

প্রশ্ন উঠবে তাহলে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত 'মেঘনাদবধকাব্য' এখানে কোথায় প্রাসঙ্গিক? আসলে নারীবাদ একটা কাঠামো, যার তাত্ত্বিক প্রকাশ ১৯৬০ এর দশকে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ প্রজ্বলনের পূর্বের সলতে পাকানো ও তেল সংযোজনায়, নারীবাদ নামক তত্ত্ব ইমারতের সহস্র ইষ্টক সংযোজন পর্বে এটি প্রাসঙ্গিক। মধুসূধনের রচনায় নারীবাদ নামক তত্ত্বের প্রেক্ষিতে নারী উঠে আসেনি বটে কিন্তু বাঙলার উনিশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াদেওয়া সাহিত্যে নারীমনের গহনের কথা, তাদের প্রতিষ্ঠা দাবী স্বাধিকারের- দিয়েছে। উঁকি একাধিকবার রচনায় মধুসুধূদনের

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

মধুসূদনের আবির্ভাব উনিশ শতকে।"উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীজাতির কল্যানের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারই নারীর বেদনায় বেদনাদ্র এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা ও নারীর বন্ধন মুক্তির আকাঙ্খা। বাঙালি এসময়ের... যেন নারী'ক্যাপটিভ লেডি', আর তার উদ্ধারেই যেন তারা কৃতসঙ্কল্প।"[১]এই সময় মানুষের মনে একদিকে প্রলয়রুপী শিব ও অপরদিকে সৃষ্টিরুপী ব্রহ্মার একত্র সহাবস্থান। প্রাচীন সংস্কার ও বেড়া যাচ্ছে ভেঙে , একইসঙ্গে নবভাবের,যুক্তির ও মননের জন্য সাজানো হচ্ছে আদর সিংহাসন।যার ফল ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গলের আবির্ভাব, ১৮২৯ এ সতীদাহ নিষেধক আইন, ১৮৩৬ এ-'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' , বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, বাঙালির ইংরেজিচর্চা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ বন্ধের প্রচেষ্টা , ১৮৫৫-ইত্যাদি। বিদ্রোহ সাঁওতাল তে ৫৬"বিশেষভাবে বাঙালির ভুবনে নারীচৈতন্যের ক্রমবিকাশ খুবই কৌতূহলজনক বৃত্তান্তের আকর। সতিদাহ-বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ-সহবাসসম্মতি প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনে এবং স্ত্রীশিক্ষনে কিন্ত পুরুষেরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষে এরই ফলশ্রুতিতে নারীপ্রতিমার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো নারী সত্বার অঙ্কুর। ধীরে ধীরে নারী অর্জন করল তার উচ্চারণ, তার অবস্থান।"[২] এককথায় বাঙালির নবজন্ম হল। এই উনিশ শতকের ঠিক দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু।" 'তিলোত্তমাসম্ভব' লিখলেন রোমান্টিক ছাঁদে, 'মেঘনাদবধ' লিখলেন বিদেশী এপিকের আদর্শে ও মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায়, 'বীরাঙ্গনা' লিখলেন হিরোইক এপিসলসের ঢঙে, 'ব্রজাঙ্গনা'কে **ode**-এর ছাঁচে ঢাললেন, স্বদেশের প্রতি **nostalgia** প্রকাশ পেল বিদেশী চতুর্দশপদীর নিরেট কঠিন বন্ধনে।"[৩]অর্থাৎ তিনি বাংলা সাহিত্যচর্চা করতে বসে নিজেকে, কাব্যকে ভাঙ্গাগড়ার পরীক্ষাশালা করে তুলেছেন। আবার প্রথম থেকে শুরু করে অধিকাংশ গ্রন্থে নারী শুধু স্থান পায়নি, নিজের মনের কথা ও স্বাধিকারের দাবী জানিয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' – এসব রচনার নামকরন দেখেও পাঠক নারী-ভাষার আভাস পায়, আবার যদি এসব রচনার লাইনের ভেতরে খুঁজি তাহলে তো অনেক কথাই মাথায় আসে। যেমন "বীরাঙ্গনা" কাব্যের তারাদেবী তার স্বামীর শিষ্যের প্রেমে পড়েন, তখনই বোঝা যায় যে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার গণ্ডিতে থাকতে চান না। তাই তার "কি বলিয়া সম্বোধিবে হে সুধাংশু নিধি তোমারেতারা অভাগী /?" এই দ্বিধা আসা স্বাভাবিক। আবার জনার স্বামীর বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহপ্রশ্নবাণ -, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখার সেই প্রেমপ্রস্তাব, দশরথের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর সেই কথা " পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি!" আমাদের মনে করাতে বাধ্য যে মধুসূদনের হাতে বঙ্গনারীর বিনির্মাণ ঘটছে। তারা খুন্তি হাতে রান্না ঘরের কোণে মুখ গুঁজে থাকতে বা 'পতি পরম গুরু'- এই চিন্তার শৃঙ্খলে নিজেকে আর শৃঙ্খলিত করে রাখতে চায়না ।

কিন্তু এই আলোচনায় 'মেঘনাদবধ' নির্বাচন করার কারণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'মেঘনাদবধ' পাঠক মহলে এখনও নবজাগরনের কাব্য, রামায়ণের বিনির্মাণ, যুক্তিবাদী কাব্য, মধুসূদনের পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠের ফল বা প্রভাব, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের কাব্য – মূলত এরকমই ভাবনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়। বহুচর্চিত সেইসব ভাবনাগুলোর ভারে 'মেঘনাদবধকাব্য' এর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রায় চাপা পড়েই থাকে।

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

আবার অনেকস্থানে এই কাব্যের নারীচরিত্রের আলোচনা যদিও হয়েছে সেখানে তাদেরকে চিরকালীন বঙ্গনারীর মানসী প্রতিমারুপেই দেখা হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারের একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -" তাঁহার চক্ষে, যেন নারীমাত্রেই বঙ্গনারী – শিশুর চক্ষে যেমন সকল নারীই তাহার মা, তেমনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেখানে নারীর সাক্ষাৎ পাই, সেইখানেই দেখি, কবির কল্পনা, চরিত্রচিত্রণে-, বা রূপ তাহার বর্ণনে- ... ...না হইবে অগ্রসর বাহিরে পাও এক ছাড়িয়া প্রতিমাগুলিকে ঘরের নিজেরএ কাব্যের যে কয়টি প্রধান নারী চরিত্র-– এমন কি, এ কাব্যের নায়িকা বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় খাঁটি বঙ্গনারী।"[৪]অথচ এই কাব্যে আগাগোড়া নারীর উপস্থিতি , তবে তারা এরকমভাবেই উপস্থিত হয়েছেন এমনটা নয় । এই কাব্যে মধুসূদনের হাতে সমাজের অবহেলিত নারীরা পেয়েছেন জেগেওঠার মন্ত্র। কাব্যের আখ্যান আলোচনার ভিত্তিতে এই কথাটি নিম্নে আলোচিত হল।

'মেঘনাদব কাব্য' এর আখ্যান রামায়ণ থেকে তুলে আনা, বিশেষত লঙ্কাকাণ্ড থেকে। নয়টি সর্গে রচিত এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি সর্গে নারীর প্রাধান্য, স্বাধিকারের লড়াই, আধিপত্যের ভাব দেখার মতো। প্রথম সর্গে সেনাপতি কাকে চেয়েছেন জানতে কাছে দেবীর বলে কথা মৃত্যুর বীরবাহুর কবি শুরুতেই (অভিষেক) যায় পাঠানো যুদ্ধে করে বরণ পদে, আবার কাব্যের রচনার জন্য যার বন্দনা করেছেন তিনি দেবী সরস্বতী, কবির ভাষায়-" গাইব, মা, বীররসে ভাসি,/ মহাগীত; ঊরি দাসে দেহ পদছায়া।" রাবণ বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করে যাকে এক মুহূর্তের জন্য দায়ী করতে চান সে তারই বোন শূর্পণখা কুক্ষণে কি বলেন তাকে - তিনিও ভাবেন রাবণ বলে দশা এই আজ জন্য করার হরণ যাকে ণকে। লক্ষ-রাম বনে পঞ্চবটী দেখেছিলি তুই প্ সভাস্থলে তারপর সীতা। -নারী একজনরবেশ করেন মহিষী চিত্রাঙ্গদা। বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদার কান্না দেখে রাবণ তাকে বলেন তোমার কান্না শোভা পায় না। উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন-

"...ভেবে দেখ নাথ কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
রাঘব এসেছে এদেশে...?"

যে রাবণের ভয়ে সবাই তটস্থ সেই রাবণকে মন্দোদরী বলেছেন-

" হায় নাথ নিজ কর্মফলে-,

মজালে এ রাক্ষস্কুলে,মজিলা আপনি!"

ভুলে গেলে চলবে না এই নারীর কিন্তু পুত্র মারা গেছে। যার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন তিনি কে? না লঙ্কার রাজা রাবণ। তার স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগের কথা, যুক্তিবোধ, শুধু তাই নয় বলা যেতে পারে এর জন্য তিনি সভার মাঝে রাবণকেই দায়ী করেন। 'পতি দেবতা'র ধারনা লালিত চিরকালীন বঙ্গনারীর মুখে এইরাবণ শুধু কি উদ্দিষ্ট অভিযোগের এই ? এই কি সেই মন্দোদরী যে রামায়ণে পুত্রশোকে কোণঠাসা হয়ে ছিল? সে কোথায় পেল সমস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস? এরপর হল কি? না রাবণ যুদ্ধে

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন, কাঁপতে থাকে জলস্থল-, পাতালে পর্যন্ত এর কম্পন পৌঁছায়। কারা শুনলেন? না বারুণী দেবী। শুনে জিজ্ঞেস করলেন যাকে এই শব্দ কিসের সে তার সখী মুরলা। মুরলা বারুণীর আদেশে গেল যুদ্ধের বার্তা নিতে যার কাছে তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মী। কিন্তু যোগ্য বীরপুত্র থাকতে পিতা যাবেন যুদ্ধে, তা তো মানায় না, তাই লক্ষ্মী প্রভাষার রূপ ধরে যান মেঘনাদের কাছে। তাকে সব বলার পর সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আসে লঙ্কায়। নিখুঁত ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই সর্গের গোটা আখ্যানমালাকে যে যারা সূত্র দিয়ে জুড়েছেন তাদের মধ্যে নারীর প্রাধান্যই বেশি।

দ্বিতীয় সর্গেকে দিল খবর যজ্ঞের। মেঘনাদের যায় পৌঁছে খবর কাছে ইন্দ্রের দেখি (অস্ত্রলাভ)? না আবার সেই লক্ষ্মী। শুধু তাই নয় এই বিপদ থেকে রামকা শিবের যান ইন্দ্র কথামতো দেবীর জন্য বাঁচানোর লক্ষ্মণকে-। কিন্তু তিনি ধ্যানে মত্ত, তাহলে সহায় হবে কে? ঘরে আছে মা দুর্গা। তার সঙ্গে যুক্তি করে শিবের ধ্যান ভাঙানো হল। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকে আস্বস্ত করলেন দেবী যে রাবন যুদ্ধের কিন্তু শীঘ্র। খুব পতন মেঘনাদের - যাবে পাওয়া কোথায় অস্ত্র জন্য? উপায় আছে মায়া দেবীর কাছে। তিনি দিলেন অস্ত্র, বললেন -"প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,/আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,/ রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষসসংগ্রামে।-"

তৃতীয়সর্গ প্রতিষ্ঠার স্বাধিকার নারীর পরতে পরতে এখানে।প্রকাশ চূড়ান্ত ভাবনার নারীবাদী (সমাগম) আত্মঘোষণা, আধিপত্য বিস্তারের চিত্র। বহুচর্চিত এই সর্গের বিষয় প্রমীলার তার সখীদের নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ। প্রমীলা চরিত্র এখানে গানের লয়ের মতো ওঠা দেখি শুরুতেই করে। নামা-–" প্রমদ কাঁদে উদ্যানে-প্রমীলা /নন্দিনী দানব, পতিযুবতী কাতরা বিরহে-"। আপাত ভাবে মনে হবে এতে আবার প্রমীলার পৌরুষ আছে নাকি? কিন্তু একটু পরই লঙ্কায় প্রবেশের বাধার কথা শুনে সখী বাসন্তীকে প্রমীলার সেই শাশ্বত উক্তি-

" দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুলবধূ-
রাবণ শ্বশুর মম,মেঘনাদ স্বামী,-
আমি কি ডরাই,সখী ভিখারি রাঘবে?"

এই নারী প্রমীলাই একটু আগে কাঁদছিলেন পতি বিরহে।" হৃদয়ের বিপুল আবেগ, বাসনার নিঃশঙ্ক গতি কোনো বিরোধী শক্তির কাছেই মাথা নত করবে না, তা সে বাধা মানবিক হোক বা স্বয়ং মৃত্যুর হাত থেকেই নেমে আসুক।"[৫] এই সর্গেই হনুমানের সঙ্গে আসা দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে-

" রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনি। ধনুর্বাণ ধর,
নর বর; নহে চর্ম্ম অসি
কিম্বা গদা,মল্ল যুদ্ধে সদা মোরা রত!"

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

নারী কণ্ঠের এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ আধুনিক কালেও বিরল। যেখানে একজন মহিলা রামের মতো পুরুষকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। আমাদের একশো জনের যেকোনো একজনকে নির্বাচন করুন সেই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে , এই বিকল্প চয়ন বীরত্বের উদাহরণ দেওয়া কোনো রাজারও শত্রুপক্ষকে দেওয়ার সাহস হয়নি । মজার কথা যিনি দিলেন সেই মহিলা কিন্তু নায়িকা স্থানীয়া নন, নায়িকার সখিমাত্র। এই নৃমুণ্ডমালিনীকে দেখে স্বয়ং রামচন্দ্র পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন। রামের কথায় -

" কহিলা রাঘব;/দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,/ রক্ষোবরতখনি। ত্যাজিনু সাধ-যুদ্ধ !"

ভুলে গেলে চলবেনা সময়টা কিন্তু উনিশ শতক। এই কাব্যের অনেক পরেও কোনো নারী তার স্বামীকে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে শুধু পত্র লিখে কোনো এক মেয়ের জন্য মাখন বড়ালের গলি ছেড়ে দেন মাত্র স্ত্রীর) (পত্র, কেউবা পরকীয়াতে মত্ত হওয়ার ফল হিসেবে পেয়েছে কাশীবাস(বালি চোখের), আবার কাউকে নিজের বুকে সাদরে আমন্ত্রন করতে হয়েছে বন্দুকের গুলিকে নারীবাদের কি মধুসূদন তাহলে ।(উইল কৃষ্ণকান্তের) করলেন বপন টিবীজ আধুনিক? তা ভেবে দেখার আবেদন রাখে।

চতুর্থ সর্গেকথোপকথন। দুজনের রয়েছে (অশোকবন) সেই দুজন কারা? না একজন রামের স্ত্রী সীতা আর অপরজন বিভীষণের স্ত্রী সরমা। সীতা সেখানে বন্দিনী আর তাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে সরমা। অর্থাৎ মহিলারা যে এরকম কাজেও নিযুক্ত থাকতে পারেন তা যেন প্রকারন্তরে আমরা খুঁজে পাই এখান থেকে। গোটা সর্গ জুড়ে সীতা সরমাকে তাদের পূর্ব কাহিনি শুনিয়েছেন। সরমা যে শুধু শুনেইছেন এমন নয়, সীতার দুঃখে দুঃখী হয়ে নিজের অশ্রুবারি দিয়ে হৃদয়ানলকে শান্ত করেছেন। সীতা যখন বলেছেন পূর্বের কথা স্মরণ করলে আমার কষ্ট হয়, তখন সরমার উক্তি -

"স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যাথা মনে যদি,
পাও, দেবী, থাক তবে; কি কাজ স্মরিয়া?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে। "

এখানে মধুসূদন খুব কৌশলে আর্য- অনার্যের মেলবন্ধনটিও দেখিয়েছেন সীতা ও সরমার মধ্য দিয়ে। দুটি নারী দুটি বিপরীত গোষ্ঠীর মেলবন্ধনে এগিয়ে এসেছেন, ঠিক যেন তাও নয়, তারা যেন কাব্যিক পরিস্ফুটনের বিন্যাসে আর্য- অনার্যের গোষ্ঠীপুষ্পের 'বিনি সুতি মালা' গেঁথেছেন।

পঞ্চম সর্গেকি দেখি আমরা (উদ্যোগ)? না উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মেঘনাদকে মারার। কিন্তু তাকে মারা তো আর তত সোজা নয়। তাহলে কি হবে? চিন্তা নেই লক্ষ্মণকে মায়াদেবী সাহায্য করবেন। নিজে লঙ্কায় গিয়ে লক্ষ্মণকে বলবেন, রক্ষা করবেন। লক্ষ্মণ গেলেন চণ্ডীর দেউলে, তাঁর পুজো করেন, সেখানে তাকে স্বপ্ন দেবী ছলনা করেন। মায়া দেবী তাকে বলেন-" আপনি আমি আসিয়াছি হেথা শিবের তোর কার্য এ সাধিতে / আদেশে।" এদিকে লঙ্কায় মেঘনাদও চুপ করে বসে নেই, তিনি মন্দোদরীর ঘরে আসেন আশীর্বাদ নিতে। মন্দোদরী পুজো সেরে বেরিয়ে আক্ষেপ করে বিভীষণের উদ্দেশ্যে বলেন-

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

" ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে জেমতিকুক্ষণে !স্বশিশু/, বাছা, নিকষা শাশুড়ী দুষ্টে গর্ভে ধরেছিলা/, কহিনু রে তোরেদুর্মতি। মজালো মোর লঙ্কা-কনক এ/ !"

ভাবার বিষয় যে মন্দোদরীর মুখেও এভাবে স্বদেশপ্রেম ধ্বনিত হয়েছে।এই মন্দোদরী এখানে শুধু রাবণের স্ত্রী হয়েই থাকেন নি, আর এই কথা শুধু বিভীষণকেই বলা হয়নি, এই কথা যেন পরাধীন ভারতের সব স্বদেশ বিরোধী শত্রুদের জন্য। তাহলে মধুসূদন বুঝেছিলেন নারীর হাতে এই গুরু দায়িত্ব আসা জরুরী, তাদেরও এই মহাযজ্ঞে শামিল হতে হবে-হয়েছে উচ্চারিত মুখে মন্দোদরীর এখানে আবার !"হায়, বিধি, কেননা মরিল কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।" নিজের কন্যারও মৃত্যুকামনা করেছেন একজন মা, কারণ তাঁর কাছে তাঁর বংশ ও বংশমর্যাদা অনেক ওপরে। মনে পড়ে যায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের সেই কথা যেখানে অন্নদা পাটুনীকে বলছিলেন-" না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।"অর্থাৎ একজন কন্যা তাঁর পিতার মৃত্যুকামনা করেন আক্ষেপে। এই সর্গের শেষে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার কাছে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছেন যুদ্ধে।

ষষ্ঠ সর্গে কৃপায় দেবীর লক্ষ্মণ করেন বধ মেঘনাদকে (বধ), তার পর সপ্তম সর্গে একজন দেখি (নির্ভেদ শক্তি) কাঁদছেন খুব নারী, তিনি আর কেউ নন, তিনি মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলা।তাঁর সখী বাসন্তীকে তিনি বলেন লোক কেন কাঁদছেন চলো সখী গিয়ে দেখি । তাঁর পর শিব কৈলাসে পার্বতীকে বলেন -"নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।" অর্থাৎ উমার প্রসাদ ছাড়া, একজন দেবীর কৃপা ছাড়া লক্ষ্মণের পক্ষে মেঘনাদকে বধ করা সম্ভব ছিল না।এরপর ঘটলো কি? না পুত্রশোকে উন্মাদপ্রায় রাবণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। একদিকে সুগ্রীবেরা বলেন 'মরিব নয় মারিব রাবণে' , অন্যদিকে রাবণ প্রতিজ্ঞা করেন যে লক্ষ্মণকে না মারতে পারলে আমি আর লঙ্কায় প্রবেশ করবো না। কিন্তু রামউৎসব আনন্দ এখন তো শিবিরে লক্ষনের-, তারা কি একথা জানে? তাদের জানানোর জন্য লঙ্কা থেকে দেবী জগদম্বা চলে যান ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্রের সঙ্গে প্রবল যুক্তি পরামর্শ-হয় পাঠানো ত্রকেপার্বতীপু জন্য করার রক্ষা লক্ষ্মণকে চলল।, কিন্তু শিব ভক্ত রাবণ আজ অজেয় জেনে " বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়াকহিলা /, দেখ লো সখি, চাহি লঙ্কা পানে, তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেস্বর বিঁধিছে কুমারে নিরদয়!" তাই তিনি সখিকে বলেন যাও 'নিবার কুমারে, সই' । শেষে যখন লক্ষ্মণ রাবনের বানে জর্জর, তখন যার চিন্তা হল তিনি পার্বতী, তিনি শিবকে বলেন, যে তোমার ভক্ত রাবনের জয় তো হল, এবার লক্ষণের দেহটা অন্তত রক্ষা করো। তখন তাঁর অনুরোধ মতো শিব বীরভদ্রকে পাঠান যুদ্ধক্ষেত্রে, সে গিয়ে বলে আপনি জয়ী হয়েছেন, লঙ্কায় গিয়ে আনন্দ করুন। তাই লক্ষ্মণ বেঁচে যায়।অর্থাৎ এই সর্গে রাবন-লক্ষনের যুদ্ধের কথা থাকলেও তাদের মাঝখানে যোগসূত্র রক্ষা করেছে লক্ষণের নারীকুল।

অষ্টম সর্গে (প্রেতপুরী) আমরা দেখি রাম যাচ্ছেন প্রেতপুরীতে, কিন্তু তাকে পথ দেখাচ্ছেন কে? না মায়াদেবী। "আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।" অর্থাৎ রামের মতো বীরেরও ক্ষমতা ছিল না সেখানে একা যাওয়ার, তাকে আশ্রয় নিতে হয় একজন নারীর। মায়াদেবী তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সবকিছু, রাম কৌতুকের সঙ্গে দেখছেন সব। মায়াদেবী সব অলি-গলি চেনেন প্রেতপুরীর। তাই রামকে সহজেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

পারেন। যেমন যেসব মহিলারা তাদের স্তনযুগলে নখাঘাত করতে করতে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরে হেঁটে পেরিয়ে গেল তাদের দেখিয়ে মায়াদেবী রামকে বলেন- "এইযে নারীকুল রঘুমনি,দেখিছ সম্মুখে,/বেশভূষাসক্তা সব ছিল মহিতলে।/সাজিত সতত দুস্তা,বসন্তে যেমতি মনস্থলী, কামি রূপ সে কোথা এবে !কামাতুরা /মজাতে মনঃ-মাধুরি, সে যৌবন হায়? " এরকম অজস্র বিষয়ের বর্ণনা দেন মায়াদেবী রামকে, তাকে বলেন ১২ দিন একইরকম ঘুরলেও আমরা এই পুরীর সবটা দেখতে পারব না। অর্থাৎ এই সর্গে মায়া দেবী শুধু রামের চালিকা শক্তি নন, কাব্যেরও চালিকা শক্তি। আবার সমকালীন সময়ে সমাজেরও যেন কাণ্ডারি।

নবম সর্গের ক্রিয়াকর্ম অন্তিম মেঘনাদের বিষয় মূল (সংস্ক্রিয়া), তাই রাবণ সারণকে পাঠান রামের কাছে সাতদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানতে। এদিকে সীতা খুব কান্না শুনে সরমাকে আবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সরমা বলেন "তব ভাগ্যে,ভাগ্যবতি, হতজীব রনেদিবানিশি। এরূপে বিলাপে লঙ্কা তেঁই !ইন্দ্রজিৎ /" এই কথা শোনার পর সীতা নিজেকে অমঙ্গলের কারণ বলেছেন। তিনি সরমাকে বলেন আমি শ্বশুরবাড়ি যেতেই স্বামীর বনবাস, শ্বশুরের মৃত্যু, আর দেখো এখানে আসার পর আজ ইন্দ্রজিৎ সহ অগনিত বীর মারা গেছে নিজের করে শোকপ্রকাশ এভাবে জন্যেও শত্রুপক্ষের স্বামীর নিজের সীতা এখানে কারণে। আমার সবই - নন সীতাই করেছেন। শুধু তউন্নী ঊর্ধ্বদেশে আরও চরিত্রকে, অপরদিকে প্রমীলাও। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেবেন। কারণ তাঁর মণে হয় "পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?" এভাবে সে নিজের প্রেমের মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে বিদায় নিয়ে প্রবেশ করলেন পাবকগৃহে। কাব্যের একেবারে শেষ লাইনেও বলা হয়েছে -

" বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে। "

এই চিত্রকল্পেও প্রতিমার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যের একদম শেষ পর্যন্ত নারীর অবস্থান, নারীর প্রাধান্য। নারীদের সংলাপ তুলে নিলে 'মেঘনাদবধ' কাব্য কল্পনায় করা যায় না। আবার গোটা কাব্যে পুরুষদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নারীর পরিচয়কে সামনে রেখে। যেমনশচীকান্ত -, উমাপতি, সৌমিত্রি, নৈকষেয়, বৈদেহীনাথ ইত্যাদি।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে এরকভাবে কাব্যের মধ্যে নারীকে প্রাধান্য দেওয়া বোধহয় বিরল ব্যাপার। শুধু তাই নয়, বেশ চর্চারও দাবী রাখে এই দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আক্ষেপ বাঙালি পাঠক কাব্যের নবজাগরনে নাকি দেশপ্রেমে, নাকি রামায়ণের বিনির্মাণেই হারিয়ে যান কে জানে এসবের হয় মনে আমাদের ! আলোকেও ভাবনার নারীবাদী পাশাপাশি'মেঘনাদবধ কাব্য' কে দেখা উচিত।

Works cited

i. Bosu, S. *Banglar Nobochetonar Itihas*, Kolkata: Pustak Bipani, 2014.
ii. Bhattacharya, T. *Prachitter Sahityatatwa*, Kolkata: Dey's Publication, 2006.
iii. Majumder, U. *Bangla Kabye Prachatya Provab*, Kolkata: Dey's Publication, 2009.
iv. Majumder, M. *Kobi Srimadhusadhan*, Kolkata: Karuna Publication, 2010.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 62-69
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69
Section: Article

v. Gupta, K. *Madhusadan Kobiatma O Kabya Silpo*, Kolkata: S. Sarkar and Sons. 2018.

তথ্যসূত্র **(Works cited in Bengali)**

১স্বপন বসু (, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপনি, পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৪ , পৃষ্ঠাঃ ৯৯।

২তপোধীর ভট্টাচার্য (, *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব,* দেজ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ১৭২।

৩উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (, *বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব,* দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠাঃ৬২।

৪মোহিতলাল মজুমদার (, *কবি শ্রীমধুসূদন,* করুনা প্রকাশনী, প্রথম করুনা মুদ্রণঃ জুলাই২০১০ , পৃষ্ঠাঃ ৮৯ ৯০-

৫ক্ষেত্র গুপ্ত (, *মধুসূদনের কবিশিল্প কাব্য ও আত্মা-*, একোং অ্যান্ড সরকার .কে., ষষ্ঠ সংস্করণঃ আশ্বিন ১৪১৮, পৃষ্ঠাঃ ২০৪।

২বঙ্গসমাজ তৎকালীন ও লাহিড়ী রামতনু(, শিবনাথ শাস্ত্রী,নিউ এজ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ১৯০৩

৩মানবীবিদ্যা প্রসঙ্গ(, সম্পাদনাচক্রবর্তী বাসবী ও বসু রাজশ্রী-, উরবী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ জুন ২০০৮

৪মৈত্র শেফালী (, নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা।